জয়শ্রী
৭৩ বর্ষ।। সপ্তম সংখ্যা।। কার্তিক ১৪১৫

সম্পাদকীয়

নবীনের জয়যাত্রা

এক জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে রাজ্য, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। রাজ্যে শিল্পায়ন বনাম কৃষিজীবী মানুষের দ্বন্দ্ব— এই মুহূর্তে কার প্রাধান্য বেশি সেটাই ভাবনার বিষয়। যে বামপন্থী রাজনীতিতে কৃষকের প্রাধান্য এতদিন বেশি ছিল, যাদের রাজনীতির একটি বড়ো শক্তি কৃষিজীবী মানুষ আজ কৃষি ছেড়ে শিল্পের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। ধনতন্ত্রের চরম পর্যায়ে নাকি সাম্যবাদের বিকাশ সম্ভব— সেটাই নাকি মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত বার্তা। শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রাম নিয়ে এতদিন পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত মার্কসবাদী আন্দোলনের মূল কথা ছিল। ভূমিহীন কৃষককে ভূমি প্রদান, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি নানাবিধ শ্লোগান এতকাল আমরা শুনে এসেছি, শ্রমজীবী মানুষের জঙ্গি সংগ্রামে একের-পর-এক শিল্প বন্ধের আন্দোলনে আমরা ছিলাম আগুয়ান। জঙ্গি আন্দোলনে মালিকপক্ষের, শিল্পপতিদের শোষণ রুখতে অগ্রসর হয়েছি, তাই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি শিল্পপতিরা একের-পর-এক শিল্প বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, সুলেখা ওয়ার্কস, জুট মিল, কটন মিল প্রভৃতি অগণন শিল্প সম্ভার। চাকুরিরত মানুষরা বেকার হয়েছেন, আর তরুণ প্রজন্মে বেকারত্ব বেড়েছে। এই অসহনীয় পরিবেশে হঠাৎ শিল্পায়নের হাওয়া এল, এবং যে হাওয়া উৎপাটিত বন্ধ শিল্পের পুনরুজ্জীবন নয়, কৃষিজমি দখল করে কৃষকের রুজিরোজগার বন্ধ করে এক নতুন শ্লোগান। যেখানে বলা হচ্ছে— কৃষি নাকি ভিত্তি— শিল্প ভবিষ্যৎ।

রাজ্যে শিক্ষায় অরাজকতা, দলীয় দখলদারি, শিক্ষক-মহল শাসকদলের স্তাবকের জঙ্গল, ছাত্র সংগঠনকে পেশীশক্তি দিয়ে বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছাত্রসমাজকে পর্যুদস্ত করে দখলদারির চেষ্টা, শ্রমিক সংগঠনেও একই পদ্ধতি। এইভাবেই রাজ্যের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, রাস্তা, পানীয়জল, শহর-গ্রামের নিষ্কাষণ— সকল সমস্যা অবহেলিত। এই-সব ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কোনো বলিষ্ঠ এবং সুচিন্তিত কল্যাণমূলক উদ্যোগ নেই। রাজ্যের প্রশাসনে যাঁরা মানুষের নিরাপত্তা, অন্যায়-অবিচারের রক্ষকের ভূমিকা নেবে সেই স্বরাষ্ট্র বিভাগ— অর্থাৎ রাজ্যের পুলিশবাহিনী আজ সি.পি.আই. (এম)-এর দলদাসে পরিণত।

রাজ্যের এই অগ্নিগর্ভ দিশাহীন ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যের দিকে একবার নজর ফেরানো যাক। ছয়টি রাজ্যে বিধানসভায় আশু নির্বাচনের ঘণ্টা বেজেছে। এই রাজ্যগুলির বিধানসভার আসন সংখ্যাসহ রাজ্যগুলির নাম হচ্ছে— দিল্লি (৭০), মধ্যপ্রদেশ (২৩০), ছত্তিশগড় (৯০), রাজস্থান (২০০), মিজোরাম (৪০), জম্মু ও কাশ্মীর (৮৯) তারমধ্যে পাক-অধিকৃত অঞ্চলে (২০)। এই ক'টি রাজ্যের লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৭৯, সমগ্র লোকসভার নির্বাচনের ১৫ শতাংশ।

আশু নির্বাচনে বি.জে.পি.-র নির্বাচনী শ্লোগান 'বিজলী, সড়ক এবং পানি', সেইসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি ও সন্ত্রাসরোধ। অন্যদিকে কংগ্রেস তার কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী

ইংরাজিতে National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP), কার্যকর করতে উদ্‌যোগী। ইউ.পি.এ. সমর্থিত কৃষক ও আদিবাসী কল্যাণ প্রকল্পগুলির প্রচার চলেছে। যে-সব অঞ্চলে বি.জে.পি.-শাসিত সে-সব রাজ্যে দোষারোপের চাপানউতর রয়েছে। ছত্তিশগড়ে নকশাল ক্রিয়াকর্ম, রাজস্থানে গুজ্জর আন্দোলন, আর সেইসঙ্গে কংগ্রেস শাসক-বিরোধী হাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে যা যে-কোনো বিরোধীপক্ষের একটি বড়ো হাতিয়ার। শাসকের বিরুদ্ধে জনমানসে উত্তাপ আনা। কিন্তু কংগ্রেসের শাসক-বিরোধী এই অভিযান, বি.জে.পি.-শাসিত ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে তেমন কার্যকর নয়। কংগ্রেসের পালের প্রধান ও জোড়ালো হাওয়া পারমাণবিক চুক্তি। যা সে সব বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সম্পাদন করতে পেরেছে।

বি.জে.পি.-র প্রচার অভিযানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানি ও তিনবার জয়ী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের আকর্ষণ সোনিয়া গান্ধী ও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। কিন্তু মূল আকর্ষণ তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী। যিনি বহু পূর্ব থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যে। নির্বাচন প্রার্থী মনোনয়নে 'কোটা পদ্ধতি' (Quota system) উচ্ছেদের শ্লোগান সামান্যই প্রভাব ফেলতে পেরেছে। কংগ্রেসের অজিত যোগী মাড়োয়ারি কেন্দ্র-সমূহে ছত্তিশগড়ে মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। রয়েছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও কোষাধ্যক্ষ মোতিলাল ভোরার পুত্র, তিনি দুর্গ থেকে দাঁড়াচ্ছেন। বিদ্যাচরণ শুক্লও তাঁর পছন্দমতো প্রার্থী নির্বাচনে সক্রিয়— যোগীর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এছাড়া প্রবীণ আদিবাসী নেতা অরবিন্দ নেতাম কয়েক বছর আগে কংগ্রেস ছেড়ে বহুজন সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। তিনি তাঁর কন্যার জন্য কংকর কেন্দ্রে আসন সংগ্রহ করেছেন।

মধ্যপ্রদেশের সাংসদ দিগ্‌বিজয় সিংহ কংগ্রেস থেকে এবার প্রার্থী নন, তিনি দশ বছর রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি প্রার্থী নির্বাচনে সক্রিয় রয়েছেন। অন্য নেতারা কমলনাথ, রাজ্য কংগ্রেস দলের প্রধান সুরেশ পাচোরি, বিরোধী নেত্রী যমুনা দেবী ও কেন্দ্রীয় যোগাযোগ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও এই আসন বণ্টনের ব্যাপারে সক্রিয় রয়েছেন। আর এসবের মধ্যে জলঘোলা করছেন উমা ভারতী, বি.জে.পি.-র বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহীদের নিয়ে। বি.জে.পি.-র মধ্যপ্রদেশে এটা একটা সমস্যা।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী ভি. কে. মালহোত্রা কংগ্রেসের অপদার্থতা, শাসক-বিরোধী হাওয়া তুলতে ব্যস্ত।

অন্যদিকে মায়াবতী তৃতীয় শিবির নিয়ে নির্বাচনী সংগ্রামে সামিল হতে চাইছেন—সি.পি.আই. (এম) তাকে আঁকড়ে আছে। জাতপাত দলিত প্রভৃতির শ্লোগান-বিরোধী সি.পি.আই (এম)-এর এই করুণ অভিনয় রাজনীতিতে দেউলিয়াপনার নামান্তর।

সবকটি রাজ্যে নির্বাচন ও প্রচারের যে অভিযান চলেছে তার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গি হামলা, বিস্ফোরণ একের-পর-এক হয়েই চলেছে। নিরীহ নাগরিক তার শিকার হচ্ছে। এই সন্ত্রাস দমনে কেন্দ্র ও রাজ্য সমপরিমাণে ব্যর্থ। ব্যর্থতা নেতৃত্বে, লক্ষ্যহীনতায়, উদ্দেশ্যহীনতায়। কোনো দলেরই ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণকামনা নেই, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ব্যতীত দেশগত কোনো ভাবনা নেই। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের কথা একমাত্র সুভাষচন্দ্র— নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল মানবিকতা, প্রেম ও কল্যাণে ভরপুর। আর সেই বার্তাই 'জয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা লীলা রায়, বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় এবং এঁদের সহযোগী অনুগামী সকল বিপ্লবী, সমাজবাদী চিন্তাধারার মানুষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে এই মুহূর্তে আমেরিকার

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওবামার জয় এক নতুন বার্তা, নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে, আবালবৃদ্ধবনিতা উদ্‌বেলিত। বিশেষত তরুণ প্রজন্মের সামনে ধৈর্য, সংগ্রাম, সহনশীলতা ও ত্যাগের এক অপূর্ব নিদর্শন ওবামা যুবমানসে এনে দিয়েছেন। 'ঐক্য'র এই দৃঢ়ভিত্তিক অভিযানে তাঁর প্রয়াস দেশে প্রভাব ফেলবে। ভারতও বাদ যাবে না।

৬২ বছর যাবৎ দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাতীয় জীবনকে পচাগলা অবস্থায় এনে ফেলেছে। পচাগলা অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে 'ঝড়' বা 'বিস্ফোরণ' প্রয়োজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তারই ইঙ্গিত বহন করছে। অত্যন্ত সাধারণ, মাটির কাছাকাছি মানুষের মনে নবীন প্রভাতের আলোকরশ্মি এসে পড়েছে— আর সেই দ্যুতি ও উজ্জ্বল ছটায় নতুন প্রভাতের উদয় হবে।

কয়েকটি দুঃসংবাদ

১ অক্টোবর ২০০৮ কিছুদিন অসুস্থতার পর 'জয়শ্রী'র প্রিয় কবি, লেখক ও হিতৈষী **ড. শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়** প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর জন্ম ২৬ জানুয়ারি ১৯৩২। ইংরেজি ও ইতিহাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. যথাক্রমে ১৯৫৮ ও ১৯৭২ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ১৯৭৪ সালে। ডব্লু.বি.সি.এস. অফিসার, শেষ চাকুরি ডেপুটি সেক্রেটারি অর্থদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। চাকুরি জীবন থেকে অবসর ১৯৯০ সালে। প্রথম কবিতার বই 'অজ্ঞাতবাস' ও শেষ প্রকাশিত বই 'কোথায় আলোকপর্ণা' (২০০২)। বহু কবিতার বই, প্রবন্ধ ও গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। 'জয়শ্রী'র নিয়মিত লেখক। নানা বিষয়ে তিনি 'জয়শ্রী'তে লিখেছেন। 'জয়শ্রী'র প্রতি ছিল তাঁর গভীর টান।

৬ নভেম্বর ২০০৮ বৃহস্পতিবার ভোরে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের বাংলা কমিটির সদস্য, গণআন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক **শম্ভু চক্রবর্তী** শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শম্ভু চক্রবর্তীকে ওই দলে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ স্বরূপ' মনে হত। পদ, অর্থ, ছলচাতুরির রাজনীতি থেকে অনেক দূরে এই ছিলেন সংগঠক। তিনি নেতা হতে চান নি, নেতাগিরিও করেন নি। কৈশোরে সুভাষচন্দ্রের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাজশাহী থেকে কলকাতায় এসে ছাত্র ও যুব আন্দোলনে যুক্ত হন। আজীবন নেতাজীর বাণীই নিরলসভাবে প্রচার করে গেছেন। কোনো দলীয় গাড়ি বা সুবিধা ভোগ করেন নি। ত্যাগ ও সেবার এক অমলিন নিদর্শন। হাওড়ার অবিভক্ত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হরেন ঘোষ ও পাবনার নৃপেন চক্রবর্তীর প্রভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। আজীবন লীলা রায় ও অনিল রায়ের নেতৃত্বের গুণকীর্তন করে গেছেন। জয়শ্রী প্রকাশন ও জয়শ্রী পরিবারের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। তিনি ছিলেন অকৃতদার।

১০ নভেম্বর ২০০৮ সকালে জয়শ্রী পরিবারের পরম সুহৃদ **সত্যেন চৌধুরী**, 'রাখাল বেণু' পত্রিকার সম্পাদক, বিপ্লবী নিকেতন, সহযোগী বিপ্লবী পরিষদ প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত জনসংযোগের এক জাদুকর চলে গেলেন স্বল্প রোগভোগের পর।

আমরা প্রয়াত তিনজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং এঁদের আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।